মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে কৃষক দলের স্মারকলিপি

মেহেরপুর জেলায় রাসায়নিক সার সংকটের কারণে হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের ফসল উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সার সরবরাহের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে জেলা কৃষকদলের নেতারা।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ডক্টর আব্দুল সালামের নিকট মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান সহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হয়ে এই স্মারকলির প্রদান করেন।

মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, মেহেরপুর জেলা কৃষি প্রধান, এই জেলার অধিকাংশ মানুষ তাদের জীবন জীবিকা কৃষির উপর নির্ভরশীল, শুধু তাই নয় এই জেলা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাকে তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিশেষ করে সবজি সরবরাহের মাধ্যমে কৃষিবাজার নিয়ন্ত্রন করে। বেশ কিছু দিন ধরে মেহেরপুরের বিভিন্ন জয়গায় সার সংকটের কারনে হাজার হাজার হেক্টর জমি চাষাবাদে কৃষকদের ভীষণ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। চলমান মৌসুমে জেলার বিভিন্ন জায়গায় সারের সংকট হচ্ছে বিশেষ করে ইউরিয়া, টি এস পি, ডেপ, পটাশ, সার সরবরাহের অপ্রতুলতা কৃষকদের দিশেহারা করে তুলেছে যদিও কিছু জায়গায় পওয়া যাচ্ছে তা নির্ধরিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দামে কিন্তে হচ্ছে। যদি এই সার সংকট ও মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত থকে তাহলে এই অঞ্চলে খাদ্য উৎপাদন ঘাটতি ও হুমকিতে পড়বে।

স্মারকলিপির কপিতে আরও বেশি কিছু বিষয়ে উল্লেখ করা হয়, ১.সার সংকটের মূল সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করা। ২. মেহেরপুর জেলা কৃষি জমি ও মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজনিয় সারের লক্ষমাত্রা নির্ধারন। ৩. সার ডিলারদের নিয়ন্ত্রণ করা ও প্রয়োজনে অতিরিক্ত সার সরবরাহ করা। ৪. বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির সহোযোগিতা নেয়া।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় প্রায় ২ লক্ষাধিক মানুষ

আজ ২১ সেপ্টেম্বর ভয়াল সেই দিন। ২০০০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টার দিকে দর্শনায় হঠাৎ ভারতীয় পানি ঢুকে পড়ে জন-জীবন তচনচ করে দেয়। ক্ষতিগ্রস্থ হয় প্রায় লক্ষাধিক মানুষ।

২১ সেপ্টেম্বর সেই ভয়াল দিনে দর্শনা শ্যাম্পুর পাইপ ঘাটের নিকট শহর রক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে দর্শনা শহরে পানি ঢুকে পড়ে। এই এলাকার মানুষ বন্যার পানি থেকে রক্ষা পেতে একটু উচু স্থানের দিকে ছুটে চলে। হাতের কাছে যা পাই, সেই টুকু সম্বল নিয়ে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করে। তাতে কোন কাজ হয়নি। ফলে দর্শনা শহরের মানুষের, থালা-বাসন, গরু-ছাগল, ধান, চাল, গম, ছোলা, মশুরীসহ সম্পদ হরিয়ে নিঃস্ব হয়ে বাঁচানোর তাগিদে একটু উচু স্থান খুজে বেড়িয়েছে। ঘরে তোলা রবি ভেসে চলে যায়। বিশেষ করে দর্শনা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন প্রায় ১৫/১৬ ফিট পানির নীচে তলিয়ে যায়।

এছাড়া দর্শনা শ্যাম্পুর, আজিমপুর, ঈশ্বরচন্দ্রপুর, পরানপুর গ্রামের মানুষ দর্শনা রেল ষ্টেশন ও রেল লাইনের উপর অবস্থান নেয়। রান্না করার মত কোন কিছুই সাথে করে আনতে পারেনি। ফলে তৎকালিন মেয়র মতিয়ার রহমান, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনয়নের চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম ও হাউলি ইউনয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী শাহ মিন্টু এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দ ও এনজিও সংস্থাগুলো বানভাষী মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসে।

পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনয়নের বিভিন্ন এলাকায় উদ্ধার কাজের পাশাপশি এসব সংগঠন ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাৎক্ষনিক নৌকা নিয়ে পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনয়নের লোকজনকে উদ্ধার করে দর্শনা রেল ষ্টেশনে নিয়ে উদ্ধার কাজ অব্যহত রাখে। প্রশাসন এর পক্ষ থেকে স্প্রিড বোর্ড নিয়ে এসে গাছের ডালে, পাকা ঘরের ছাদ থেকে নারী-পুরুষ ও শিশুদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে দর্শনা রেল ষ্টেশনে।

এরপর দর্শনা ষ্টেশনে চলে বানভাসী মানুষের রান্না করা খাবার বিতরণ কর্যক্রম। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বানভাসী মানুষের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরণ কাজ চলে। এ সময় যে যা পারে তাই নিয়ে দর্শনাবাসী ছুটে

আসে এবং বানভাসী মানুষের পাশে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে বানভাসী মানুষের পাশে থেকে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসা চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম বানবাসী মানুষের দুভোর্গের সম্পর্কে জানান।

জলাবদ্ধতায় তলিয়ে গেছে কয়েক হাজার বিঘা জমির ফসল

প্রায় দুই মাসের টানা বর্ষণে ডুবে গেছে মেহেরপুরের বিস্তীর্ণ কৃষিজমি। জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে হাজার হাজার বিঘা জমির আউশ ও আমন ধান, কলা, মরিচ ও শীতকালীন সবজির ক্ষেত। ভেসে গেছে মাছের ঘেরও। এতে যেমন দেখা দিতে পারে খাদ্য সংকট, তেমনি অর্থনৈতিকভাবে বড় ধাক্কা খেতে হচ্ছে কৃষকদের।

কৃষকরা বলছেন, মাঠের পানি দ্রত না নামলে শুধু এবারের নয়, আগামী মৌসুমের ফসলও বুনতে পারবেনা কৃষকরা। এতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন তারা। সেই সাথে দেখা দিতে পারে জেলার খাদ্য ঘাটতি।”দীর্ঘ জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা এখন সরকারি সহায়তার অপেক্ষায়।

মেহেরপুর জেলার সর্ব বৃহৎ ধলার মাঠ। যতদুর দৃষ্টি যায় শুধু ফসল আর ফসল। সেই মাঠে এখন শুধুই পানি। পাকা ধানসহ বিভিন্ন ফসল এখন পানেও নিচে। দুই মাসের অধিক সময় ধরে অবিরাম বর্ষণ হয়েছে।

এতে জেলার বিভিন্ন স্থানের মতো গাংনী উপজেলার ধলার মাঠটিতে কোথাও হাটু পানি, কোমর পানি, আবার অনেক জায়গায় বুক পানি। এই পানি না গেলে কৃষক ফসলও তুলতে পরবেননা, আগামি মৌসুমেও ফসল বুনতেও না পারার আশংকা করছেন তারা।

মেহেরপুর জেলার সর্ববৃহত ধলার মাঠে গিয়ে স্বরেজমিনে দেখা গেছে-সবজিক্ষেতের অধিকাংশ গাছ পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পাকা ধান পানির নিচে ডুবে থাকায় আগাম কেটে ফেলতে হচ্ছে কৃষকদের। আর কলাক্ষেতে পানি আরও কিছুদিন থাকলে সেটিও মারা যাবে বলে আশঙ্কা। পানি জমে থাকায় ফসল তোলা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। যেখানে আগে গরু বা মহিষের

দামুড়হুদায় ফুলকপি চাষে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের জমি পরিদর্শনে কৃষি অফিসার

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুরে ফুলকপি চাষে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের ক্ষেত পরিদর্শন করলেন কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার। গতকাল রোববার বেলা ১২ টার দিকে তিনি সরজমিনে জয়রামপুর মাঠে গিয়ে পরিদর্শন করেন।

জানাগেছে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুরে কিরন ফুলকপি চাষে ক্ষতিগ্রস্থ হয় অসংখ্য কৃষক। এ বিষয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় উপজেলার জয়রামপুরের ভুক্তভোগী ২০ জন কৃষক ক্ষতিপূরণ চেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপরে তদন্তের ভার দেন। তারই প্রেক্ষিতে গতকাল রোববার দুপুরে উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার ক্ষতিগ্রস্ত ফুলকপি চাষীদের ক্ষেত সরজমিনে পরিদর্শন করেন এবং কৃষকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাদের খোঁজখবর নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস সহ উপসহকারি কৃষি অফিসার ও ভুক্তভোগী কৃষকেরা।

এ সময় উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার বলেন, আমরা তদন্ত করতে গিয়েছিলাম। কৃষক নি:সন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কারণ টা আমরা আরো বিস্তারিত সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে পরে প্রতিবেদন আকারে মতামত দিব।